ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা-১০০০ ।

"বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন সংক্রান্ত নীতিমালা" ।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য উৎস প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ/রেমিট্যান্স যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে । রেমিট্যান্স আহরণের লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে ফরেন এক্সচেঞ্জ পলিসি ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে । ৩০/০৬/০৭ তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশস্থ ৩৮ টি ব্যাংকের সাথে বিদেশস্থ ২৫৮ টি এক্সচেঞ্জ হাউজের ৭২৩ টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে অনুমোদন জ্ঞাপিত হয়েছে । ড্রয়িং ব্যবস্থাগুলির উপর মনিটরিং ব্যবস্থা আরও নিবিড় ও কার্যকর করার লক্ষ্যে এবং ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রদানে নিম্নোক্ত নীতিমালা অবলম্বিত হবে ঃ

১। এক্সচেঞ্জ হাউজের উপযুক্ততা ঃ

ক) প্রতিষ্ঠানটিকে মানি ট্রান্সফার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/অনুমোদন প্রাপ্ত হতে হবে ।

খ) ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্যতা অনুযায়ী অপরাপর কর্তৃপক্ষ, যেমন- মিনিষ্ট্রি অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, মিনিষ্ট্রি অব জাস্টিস, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি, রেজিষ্ট্রারার অব কোম্পানীজ, মিউনিসিপালিটি ইত্যাদির লাইসেন্স/অনুমোদন/সার্টিফিকেট থাকতে হবে ।

গ) প্রতিষ্ঠানকে মানি ট্রান্সফার ব্যবসার পরিচায়ক নাম বহন করতে হবে, যেমন- প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে Money Transfer, Exchange, Remittance ইত্যাদি শব্দাবলী সংযুক্ত থাকতে হবে ।

ঘ) বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের অনুমোদন/সম্মতি গ্রহণ ছাড়া এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক তাদের নামের সাথে এদেশস্থ কোন ব্যাংকের নাম বা নামের কোন অংশ ব্যবহার করা যাবে না (যেমন- সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী ইত্যাদি) ।

তবে বাংলাদেশস্থ কোন ব্যাংকের নাম সম্বলিত যেসব এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকের ড্রয়িং ব্যবস্থার অনুমোদন ইতোপূর্বে প্রদান করা হয়েছে এবং ঐ অনুমোদনের আওতায় রেমিট্যান্স ব্যবসা পরিচালনারত রয়েছে সেগুলি যথারীতি বহাল থাকলেও তাদের অপর কোন ব্যাংকের সাথে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের (যে ব্যাংকের নাম ব্যবহৃত হয়েছে) সম্মতিপত্র গ্রহণ করতে হবে; সম্মতি পাওয়া না গেলে নাম পরিবর্তন করতে হবে ।

ঙ) এক্সচেঞ্জ কোম্পানীর পরিচালকদের সংশ্লিষ্ট দেশের (বা বিদেশী) নাগরিক অথবা Permanent residence হতে হবে ।

চ) ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনে অনুমোদন জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছরের মানি ট্রান্সফার ব্যবসা পরিচালনার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এক্সচেঞ্জ হাউজকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে । ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক দিক দিয়ে (মূলধন, তরল সম্পদ, স্থায়ী সম্পদ, মুনাফা ইত্যাদি) যথেষ্ট শক্তিশালী হতে হবে । নতুন প্রতিষ্ঠিত এক্সচেঞ্জ হাউজের অন্যান্য যোগ্যতা সঠিক প্রতীয়মান হলে এরূপ এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন জ্ঞাপনের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় আনা যেতে পারে ।

ছ) রেমিট্যান্স প্রেরণের ন্যূনতম সীমা ঃ ড্রয়িং ব্যবস্থাগুলোর দ্বারা প্রাপ্ত বৈধতার আড়ালে হুন্ডি তৎপরতা সহজতর হতে পারে বিধায় বর্তমানে কয়েকটি দেশে ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় রেমিট্যান্স প্রেরণের বাৎসরিক ন্যূনতম সীমা নির্ধারণ করা আছে । বর্তমানে অঞ্চল/দেশ ভিত্তিক এ সীমা নিম্নরূপভাবে নির্ধারণ করা হ'ল ঃ

দেশ/অঞ্চল	পূর্বের সীমা	বর্তমান নির্ধারিত সীমা
১। যুক্তরাষ্ট্র	মাঃডঃ ৩.০০ মিলিয়ন	মাঃডঃ ৩.০০ মিলিয়ন
২। যুক্তরাজ্য	পাঃষ্টাঃ ২.০০ মিলিয়ন	পাঃষ্টাঃ ২.০০ মিলিয়ন
৩। ইতালী	–	ইউরো ২.০০ মিলিয়ন
৪। কানাডা	মাঃডঃ ২.৫০ মিলিয়ন	মাঃডঃ ২.৫০ মিলিয়ন
৫। মধ্যপ্রাচ্য (KSA, UAE, Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait)	–	মাঃডঃ ৩.০০ মিলিয়ন
৫। মধ্যপ্রাচ্য (অপরাপর দেশ)	–	মাঃডঃ ১.৫০ মিলিয়ন
৬। অপরাপর দেশ/অঞ্চল	–	মাঃডঃ ১.৫০ মিলিয়ন

২। **এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক পরিপালণীয় ঃ**

ক) অর্থ প্রেরণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক উদ্ধৃত (Quoted) বিনিময় হার অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে ।

খ) প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক রেমিটারদের নিকট হতে আহরিত রেমিট্যান্সের অর্থ /কভারফান্ড ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নস্ট্রো হিসাবে জমা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে ।

গ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত/প্রেরিত রেমিট্যান্সের সংখ্যা এবং এর বিপরীতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ সম্পর্কিত বিবরণী নিয়মিত বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নিকট প্রেরণ করতে হবে ।

ঘ) প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচারণায় বাংলাদেশ ব্যাংকের মনোগ্রাম ব্যবহার বা "Approved by Bangladesh Bank" এর ন্যায় শব্দাবলী ব্যবহার করা যাবে না । অর্থাৎ রেমিটারদের নিকট প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত মর্মে প্রতীয়মান হয় এমন কোন প্রচারণার সুযোগ রাখা যাবে না ।

ঙ) শাখা অফিস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রেমিট্যান্স কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলেও Sub-agent নিয়োগ দানের মাধ্যমে রেমিট্যান্স আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না । একই ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় একাধিক দেশ থেকে রেমিট্যান্স আহরণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে ।

চ) বাংলাদেশে রেমিট্যান্স প্রেরণে তথা লেনদেনে বিদ্যমান বিধি বিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে ।

৩। <u>ব্যাংক কর্তৃক পরিপালণীয় ঃ</u>

ক) ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপন কালে প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততার স্বপক্ষে/নিরূপণে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট তথ্য তথা মানি ট্রান্সফার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/অনুমোদন পত্র, Reputed Credit Agency কর্তৃক প্রদত্ত ক্রেডিট রিপোর্ট, তিন বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের প্রোফাইল, মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন ইত্যাদি সংগ্রহ করতে হবে ।

খ) প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের মন্তব্যপত্র/সনদপত্র (ইতিবাচক হতে হবে) সংগ্রহ করতে হবে ।

গ) প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ততা নিরূপান্তে আনুসংগিক কাগজাদি দাখিলপূর্বক বাংলাদেশ ব্যাংকের (বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগ হতে) অনুমোদন গ্রহণের জন্য আবেদন করতে হবে ।

ঘ) অনুমোদন পত্রের শর্তাবলীর প্রতিফলন বজায় রেখে এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের চুক্তি সম্পাদন করতে হবে । অর্থাৎ ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের চুক্তিপত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পত্রের শর্তাবলীর সন্নিবেশ থাকতে হবে এবং চুক্তিপত্রে অনুমোদন পত্রের শর্তাদির সাথে সাংঘর্ষিক (Conflicting) কোন ধারা সন্নিবেশ করা যাবে না ।

ঙ) ব্যাংকের বইয়ে প্রতিষ্ঠানের নামে এক বা একাধিক Non-Resident Foreign Currency Account (NRFCA) এবং একটি Non-Residetnt Non-Convertible Taka Account (NRTA) খোলা যাবে; তবে হিসাব খোলার বিষয়ে (অনুমোদন গ্রহণের সময়) বাংলাদেশ ব্যাংকের সম্মতি/অনুমতি গ্রহণ করতে হবে ।

চ) ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় লেনদেন শুরু করার পূর্বেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পত্রে উল্লেখিত নিরাপত্তা জামানত (ব্যাংক গ্যারান্টি/সিকিউরিটি ডিপোজিট এবং NRTA তে ন্যূনতম স্থিতি) সংরক্ষণ/গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করে তা বাংলাদেশ ব্যাংককে অবহিত করতে হবে ।

ছ) প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক প্রেরিত রেমিট্যান্সের বিপরীতে বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নষ্ট্রো হিসাবে সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা/কভারফান্ড জমা নিশ্চিত হওয়ার পরই প্রতিষ্ঠানটির নামে পরিচালিত এনআরটি হিসাব হতে বিকলণপূর্বক সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীকে ঐ অর্থ পরিশোধ করতে হবে ।

জ) কোন অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে কোন ওভারড্রন সুবিধা প্রদান করা যাবে না এবং কোনরূপ Lead Time সুবিধা দেয়া যাবে না ।

ঝ) অর্থ প্রেরণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটিকে ব্যাংক কর্তৃক উদ্ধৃত (Quoted) বিনিময় হার অনুসরণ করতে হবে বিধায় ব্যাংক তাদের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার নিয়মিতভাবে প্রতিষ্ঠানটিকে অবহিতকরণ নিশ্চিত করবে;

ঞ) প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি কর্তৃক প্রেরিতব্য রেমিট্যান্সের বিপরীতে প্রেরিত কভারফান্ড যথাসময়ে ব্যাংকের নষ্ট্রো হিসাবে জমা করার বিষয়টি ব্যাংক দৈনিক ভিত্তিতে মনিটরিং করবে । এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক কাভার ফান্ডের কোন বকেয়া সৃষ্টি দ্বারা যেন এ দেশের উপকারভোগীর অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব না হয় এবং বিলম্ব কাভারফান্ড জমা করণের মাধ্যমে এক্সচেঞ্জ হাউজগুলি কর্তৃক আহরিত রেমিট্যান্স দ্বারা Speculation Business বা অন্য ব্যবসায় Fund Transfer এর সুযোগ সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে ব্যাংককে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ।

ট) কোন কভারফান্ড প্রতিষ্ঠানটির নিকট বকেয়া নেই মর্মে (বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত ছক অনুযায়ী) ব্যাংক কর্তৃক একটি প্রত্যয়ণপত্র বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগের লাইসেন্সিং এন্ড ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট শাখা–১ এ মাসিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট মাস শেষের পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে ।

ঠ) এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক আহরিত রেমিট্যান্সের পজিশন দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংক সংগ্রহ করবে । এছাড়া, এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক সম্পাদিত/প্রেরিত রেমিট্যান্সের সংখ্যা এবং এর বিপরীতে রেমিট্যান্সের পরিমাণ সম্পর্কিত বিবরণী মাসিক ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করবে এবং ব্যাংক উক্ত তথ্য FCS-7 বিবরণীর সাথে বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগের লাইসেন্সিং এন্ড ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট শাখা–১ এ মাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে দাখিল করতে হবে;

ড) এক্সচেঞ্জ হাউজ এর সাথে চুক্তি সম্পাদনের পর সম্পাদিত চুক্তি পত্রের একটি কপি বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগের লাইসেন্সিং এন্ড ড্রয়িং এ্যারেঞ্জমেন্ট শাখা–১ এ দাখিল করতে হবে এবং রেমিট্যান্স ব্যবস্থাটি কার্যকর করার সাথে সাথে ব্যবস্থাটি কার্যকরী হওয়ার তারিখ (Effective date) এবং প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির ফোন, ফ্যাক্স, ই–মেইল ঠিকানা ইত্যাদি সম্বলিত পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগকে অবহিত করতে হবে ।

ঢ) প্রতিষ্ঠানটিকে মানি ট্রান্সফার ব্যবসা পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স/অনুমোদনের মেয়াদ বর্ধিত করা না হলে স্থাপিত ড্রয়িং/রেমিট্যান্স ব্যবস্থার মেয়াদও ব্যাংক বর্ধিত করবে না ।

ণ) ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের অর্থ বিতরণের নির্দেশিত সময়সীমা (৭২ ঘন্টা) অনুসরণ করতে হবে । এছাড়া, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থা কঠোরভাবে পরিপালনসহ লেনদেনে বিদ্যমান নিয়ম অনুসরণ ও গ্রাহক সেবার মান বজায় রাখার বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ।

ত) ফরেন ডিমান্ড ড্রাফ্ট এর জাল জালিয়াতি রোধ কল্পে ব্যাংকের প্রতিটি শাখায় এক্সচেঞ্জ হাউজের অনুমোদিত কর্মকর্তার(গণের) নমুনা স্বাক্ষর (হালনাগাদ) সংরক্ষণ করতে হবে ।

থ) যথাসময়ে এবং শুদ্ধতা বজায় রেখে রিপোর্টিং নিশ্চিত করতে হবে ।

দ) এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে লেনদেনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হলে (যেমন– একক নামে মাত্রাতিরিক্ত রেমিট্যান্স প্রেরণ, ব্যাক্তি ছাড়া কর্পোরেট নামে রেমিট্যান্স প্রেরণ, বিনিময় হার ব্যবহারে অনিয়ম, অনিয়মিত কাভার ফান্ড প্রেরণ ইত্যাদি) তা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মূদ্রা নীতি বিভাগের গোচরে আনতে হবে ।

৪। নিরাপত্তা জামানত ঃ

পরিবর্তীত পরিস্থিতিতে লেনদেন পদ্ধতির ধরণভেদে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় এনে নিম্নরূপ নিরাপত্তা জামানত নির্ধারণ করা হ'ল ঃ

(ক) Draft Drawing ঃ

Draft Drawing ব্যবস্থায় (DD/TT ইত্যাদি) মূল্য বাংলাদেশে বেনিফিসিয়ারীকে পরিশোধের বাধ্যবাধকতা বিদেশে নষ্ট্রো হিসাবে তহবিল প্রাপ্তির আগেই বর্তাতে পারে তথা স্থানীয় ব্যাংকে অনিবাসী পক্ষের হিসাবে ওভারড্রন সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি থাকে বিধায় এবং অনেকক্ষেত্রে জাল DD/TT ইস্যুর সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে বিধায় এরূপ লেনদেনে উচ্চ ঝুঁকি বহন করে । Draft Drawing ব্যবস্থায় নিম্নরূপ পরিমাণ নিরাপত্তা জামানত যুক্তিসংগত মাত্রা হিসাবে বিবেচিত হবে ঃ

জামানতের ধরণ	পূর্বের পরিমাণ	বর্তমান পরিমাণ
১। ব্যাংক গ্যারান্টির/ ক্যাশ ডিপোজিট (NRD A/C or Term Deposit)	মাঃডঃ ২৫,০০০	মাঃডঃ ৫০,০০০
২। NRT A/C	টাকা ২ লক্ষ হতে ৫ লক্ষ ।	টাকা ১০.০০ লক্ষ ।

(খ) EFT ঃ

Electronic Fund Transfer (EFT) ব্যবস্থায় এক্সচেঞ্জ হাউজ কর্তৃক রেমিটারদের নিকট হতে আহরিত বৈদেশিক মূদ্রা বাংলাদেশের প্রতিসংগী/সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের বিদেশে নষ্ট্রো হিসাবে জমা প্রদানের বিষয়টি তাৎক্ষণিক ভাবে অবগত/নিশ্চিত হওয়া যায় বিধায় এবং বিদেশে নষ্ট্রো হিসাবে তহবিল প্রাপ্তি সাপেক্ষে বাংলাদেশে উপকারভোগীকে অর্থ বিতরণ করার সুযোগ থাকায় এরূপ লেনদেনে স্থানীয় ব্যাংকে অনিবাসী পক্ষের হিসাব ওভারড্রন সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি অনেক কম থাকে । EFT ব্যবস্থায় নিম্নরূপ পরিমাণ নিরাপত্তা জামানত যুক্তিসংগত মাত্রা হিসাবে বিবেচিত হবে ঃ

জামানতের ধরণ	পূর্বের পরিমাণ	বর্তমান পরিমাণ
১। ব্যাংক গ্যারান্টির/ ক্যাশ ডিপোজিট (NRD A/C or Term Deposit)	মাঃডঃ ১০,০০০	মাঃডঃ ২৫,০০০
২। NRT A/C	টাকা ২.০০ লক্ষ	টাকা ৫.০০ লক্ষ ।

(গ) Pin Code ঃ

কিছু ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় এদেশীয় উপকারভোগী Pin Code প্রদর্শনপূর্বক এদেশস্থ সকল করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকের যেকোন ব্যাংক শাখা থেকে টাকা উত্তোলণ করার সুবিধা পেয়ে থাকেন এবং মানি ট্রান্সফার প্রতিষ্ঠান ওনলাইন সিষ্টেম হতে দিনের সার্বিক লেনদেনের তথ্য দেখে দিন শেষে কাভার ফান্ড পাওনা অনুযায়ী সমপরিমাণ বৈদেশিক মূদ্রা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোর নষ্ট্রো হিসাবে জমা প্রদান করে থাকে (উদাহরণ–Western Union, Money Gram) । পদ্ধতিগত কারণে এসব ড্রয়িং ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে ওভারড্রন সৃষ্টি হয় । এক্ষেত্রে নিম্নরূপ পরিমাণ নিরাপত্তা জামানত যুক্তিসংগত মাত্রা হিসাবে বিবেচিত হবে ঃ

জামানতের ধরণ	পূর্বের পরিমাণ	বর্তমান পরিমাণ
১। ব্যাংক গ্যারান্টির/ ক্যাশ ডিপোজিট (NRD A/C or Term Deposit)	সুনির্দিষ্ট ছিল না ।	মাঃডঃ ৫০,০০০
২। NRT A/C	ঐ	মাঃডঃ ২৫,০০০ এর সমমূল্য টাকা ।

সর্বোপরি, বৈদেশিক মূদ্রায় গ্যারান্টি/আমানত স্থিতির পরিমাণ বাংলাদেশে পরিশোধকারী ব্যাংকের শাখা নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সাথে এবং এক্সচেঞ্জ হাউজের সাথে সংঘটিত লেনদেনের ভলিউমের সাথে আনুপাতিক/সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার বিষয়টিও সময়ে সময়ে বিবেচনায় আনা যেতে পারে । বিদ্যমান ড্রয়িং ব্যবস্থাগুলিতে যে সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা জামানত কম রয়েছে সেগুলোতে পর্যায়ক্রমে সঙ্গতিপূর্ণ পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে ।

<u>৫। বিতরণ প্রক্রিয়া ঃ</u>

ক) সিডিউল ব্যাংকের শাখাসমূহের মাধ্যমে উপকারভোগীর নিকট বিতরণের বিদ্যমান অনুশীলণ অনুসরণযোগ্য হবে ।

খ) Instant Cash Payment: Instant Cash Payment এর আওতায় অর্থ বিতরণ সম্পূর্ণ Pre-Funded হতে হবে ।

স্মর্তব্য, বিদ্যমান ড্রয়িং ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রে এ নীতিমালার শর্তগুলি পর্যায়ক্রমে কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া হবে ।

৬। সময়ে সময়ে প্রয়োজন বোধে বাংলাদেশ ব্যাংক নূতন নির্দেশনা/পরামর্শ দিতে পারবে এবং উপরোক্ত নীতিমালাসমূহ পরিবর্তন, পরিমার্জন করতে পারবে ।